Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমে দ্বীনের ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাম্মী সারোয়ার

রোলঃ ২১৫০০১৫৬৮

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমে দ্বীনের ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাম্মী সারোয়ার

রোলঃ ২১৫০০১৫৬৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইলমে দ্বীনের ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাম্মী সারোয়ার, আইডিঃ ২১৫০০১৫৬৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইলমে দ্বীনের ফযিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

শাম্মী সারোয়ার

আইডিঃ ২১৫০০১৫৬৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১. ভূমিকা	৮
২. ইসলামে এলম কি	৯
৩. দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর, ভাগ এবং ক্রমধারা	৯
৪. ইলমের হাকিকত এবং ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য	১৪
৫. ইলম অর্জন না করার ক্ষতি	১৫
৬. দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য	১৬
৭. ইসলামী তথা দ্বীনী শিক্ষার ৫ বৈশিষ্ট্য	২৫
৮. কুরআন-সুন্নাহতে ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ	২৮
৯. দ্বীনী শিক্ষার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা	৩১
১০. ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযীলত	৩২
১১. পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক	৩৬
১২. সালাফদের জীবনে পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত	৩৯
১৩. পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা	৪২
১৪. থানভী রাহ. এর মতে ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি	৪৫
১৫. এলেমের পথে অগ্রসরকারী ছাত্রের ২টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য	৪৭
১৬. দ্বীনী ইলম শিক্ষার আদব	৪৮
১৬.১. নিয়ত বিশুদ্ধ করা	৪৮
১৬.২. ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি	৪৯
১৬.৩. ইলমের জন্য দরকার মেহনত	৫১
১৬.৪. উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ	৫৩
১৬.৫. ইলমের ক্ষেত্রে ‘কানাআত’ বর্জনীয়	৫৩
১৬.৬. ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা	৫৪
১৬.৭. রিয়া থেকে দূরে থাকা	৫৭
১৬.৮. নিফাক থেকে বেঁচে থাকা	৫৭
১৬.৯. দম্ভ ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা	৫৮
১৬.১০. আমল এবং আমল	৫৮
১৬.১১. সবর বা ধৈর্য-সহিষ্ণুতা	৫৯
১৬.১২. বিবাদ এড়িয়ে যাও, যদিও তুমি হও সত্যবাদী	৫৯

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১৬.১৩. ইলম হাসিল করতে গিয়ে শুধু এক ইলমে সীমাবদ্ধ না থাকা	৫৯
১৬.১৪. গোঁড়ামি পরিহার করা	৫৯
১৬.১৫. চিত্ত বিনোদনে ভারসাম্য রক্ষা করা	৬০
১৬.১৬. নিজের জিহ্বাকে সংযত করা	৬০
১৭. ইলম অর্জনে বড় বাধা : লজ্জা ও অহংকার	৬০
১৮. আলেমদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণ	৬২
১৯. আদর্শ তালিবুল ইলমের যেসব সিফাত থাকা উচিৎ	৬৬
২০. উপসংহার	৬৯
২১. তথ্যসূত্র	৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কলাম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আইওএম-এ ভর্তি হয়ে আল্লাহ আমাকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা দান করেছেন, আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। এই অধমকে আল্লাহ কবুল করুন।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর সাহায্যে **"ইলমে দ্বীনের ফযিলত"** শীর্ষক থিসিস লেখাটি শেষ করতে পারলাম। থিসিসটি কুরআন ও হাদিসের আলোকে আলোকে লেখার চেষ্টা করেছি। জানিনা কতটুকু পেরেছি। যে কোন ভুলভ্রান্তি হলে, আমি তা শুধরে নিতে প্রস্তুত আছি।

আমি আমার সমস্ত শিক্ষক এবং অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাকে এই কাজটি শেষ করতে সহায়তা করেছেন। যদি কেউ এর থেকে উপকৃত হয় তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। এই লেখাটি যেন আমার নাজাতের কারণ হয়।

দোয়া দরখাস্ত।

শাম্মী সারোয়ার

Email: shammaysarwar@yahoo.com

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের জন্য পঠন-পাঠন অন্যতম মাধ্যম। আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ওহীর প্রথম নিদর্শন ছিল ‘পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’। দ্বীনী ইলম শিক্ষার মাধ্যমে একজন মুমিন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠে। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা বরকত এবং পরকালে জান্নাতের নেয়ামত দান করবেন।

উক্ত থিসিসে দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর, বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই লেখায় ইলম অর্জন না করার ক্ষতি এবং দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইলম হাসিলের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বীনী ইলম শিক্ষার আদব এবং আদর্শ তালিবুল ইলমের সিফাত-এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঈমানের পরে ইলমই হলো আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির প্রথম উপায়। সৃষ্টিকর্তা বলেন- ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন’ (সূরা: মুজাদালা, আয়াত- ১১)। ইলম শিক্ষা করার জন্য পথ চলা, হাঁটা, কষ্ট করা ইত্যাদিও ইবাদাত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমাজ যতই উন্নতি লাভ করুক, ঈমান ও আল্লাহভীতির জ্ঞান না থাকলে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবিক সমাজ গঠন সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণ শান্তি দান করুন। আমীন ইয়া রব্বুল আলামীন।

১. ভূমিকা

সকল সৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবে মানুষকেই আল্লাহ তাআলা জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে তেমনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতার জ্ঞানও ধারণ করতে পারে। ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং আসমানী ইলমের উপযুক্ততার কারণেই মানুষের জন্য এসেছে হালাল-হারামের বিধান। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর এই যোগ্যতা নেই। তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের সাথেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পশম, অন্ধকারে পথ দেখার জন্য চোখে বিশেষ শক্তি ইত্যাদি। তদ্রূপ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে জীবন ধারণের জন্য সহজাত বোধ ও প্রবণতা। যার দ্বারা চালিত হয়ে তারা আত্মরক্ষা করে ও বংশ বিস্তার করে। কিন্তু এ পর্যন্তই। পশু-পাখির জীবন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্বভাবের গন্ডিতে বাধা। স্বভাবের বৃত্ত থেকে তাদের উত্তরণ ঘটে না। পক্ষান্তরে মানুষ শিক্ষা অর্জন করে এবং শিক্ষা দান করে। শিক্ষার মাধ্যমে অজানাকে জানার এবং জানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে অজানার সন্ধান করার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে। তাই পৃথিবীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার তাদের উপর অর্পিত।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। হেরা গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয় তা হচ্ছে, 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে।'-সূরা আলাক : ১-২

আল্লাহ তাআলার আদেশে মানুষ যেমন লাভ করেছে জীবনের আলো তেমনি আল্লাহরই নিকট থেকে সে লাভ করেছে ইলমের নূর। ইলমের মাধ্যমে মানুষ নবজন্ম লাভ করে। আল্লাহর মারিফত যখন মানুষের মধ্যে আসে তখনই সে প্রকৃত মানুষ হয়।।

২. ইসলামে এলম কি

আরবী ভাষায় (আরবি: علم, "ইলম") শব্দটি দ্বারা জ্ঞান, অনুধাবন ও উপলব্ধি করা কে বোঝানো হয়। কুরআনে 'আলিম' শব্দটি ১৪০ বার এবং 'আল-ইলম' শব্দটি ২৭ বার এসেছে। সব মিলিয়ে 'ইলম এবং এ'সম্পর্কিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এমন আয়াতের সংখ্যা মোট ৭০৪টি। এছাড়াও ক্বালাম (কলম) শব্দটি ২ বার এবং ২৩০টি আয়াতে 'আল-কিতাব' শব্দটি এসেছে, যার মধ্যে ৮১টি আয়াতে এর দ্বারা 'আল-কুরআন' কে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও ইলম সম্পর্কিত অন্যান্য শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে আরও ৩১৯টি আয়াতে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হাদিস গ্রন্থে 'ইলম' বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্টসংখ্যক পরিচ্ছেদ রয়েছে।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

'যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি'- তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

৩. দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর, ভাগ এবং ক্রমধারা

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে।

১।একটি ভাগ ফরযে আইন ও

২।ফরযে কেফায়া হিসাবে

ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয'।-(মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪)

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব।

এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَا هِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।-(শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪)

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। **ইমাম বুখারী রাহ.** সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ و العملِ.

'সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম'

এ প্রসঙ্গে **ইমাম গাযালী রাহ.** বলেন, অনুমোদিত জাগতিক জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত :

১। যা চর্চা করা অপরিহার্য

২। যা চর্চা করা উত্তম।

প্রথমটি হচ্ছে ওই সব জ্ঞান যা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। যেমন চিকিৎসা বিদ্যা। কেননা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তদ্রূপ গণিত। কেননা, লেনদেন, মিরাছ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে তা প্রয়োজন। গোটা জনপদে যদি এই জ্ঞানের পারদর্শী কেউ না থাকে তাহলে সকলেই কষ্টে পতিত হবে। একইভাবে কৃষি, বয়ন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির মৌলিক পর্যায়ের জ্ঞানও অপরিহার্য।– (**ইমাম গাযালী রাহ.,** ইহইয়াউ উলূমিদ- দ্বীন ১/২৯-৩০)

পক্ষান্তরে যা মানুষকে কুফর ও ইলহাদের দিকে টেনে নিয়ে যায় তা চর্চা করা হারাম। যেমন ইসলামবিরোধী প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, কুফরী সাহিত্য ইত্যাদি। তদ্রূপ অকল্যাণকর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় চর্চা করাও নিষেধ।

এই কারণে হাকীমুল উম্মত **হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ.** বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রুপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

আবার অন্যভাবে বলা যায়, ইলম দুই ভাগে বিভক্ত যেমনঃ

- দ্বীনী ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ও
- দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান)

দ্বীনী ইলম বলতে সাধারণত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন কুরআন হাদিস ফিকাহ তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান। আর দুনিয়াবি ইলম বলতে শুধু পার্থিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান।

আরেকভাবে ইলমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমনঃ

- গ্রহণীয় জ্ঞান
- বর্জনীয় জ্ঞান

গ্রহণীয় জ্ঞান হল যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে যেমন নৈতিক জ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রকৌশল পদার্থ রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান। আর বর্জনীয় জ্ঞান হল যে জ্ঞান মানুষের কোন কল্যাণে আসে না বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন অনৈতিক জ্ঞান চুরি ডাকাতি অন্যায় জুলুম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা দেশ থেকে একদলকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে পন্ডিত হতে হবে অন্যথায় সকলকেই আল্লাহর নিকট পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। **মহান আল্লাহ বলেনঃ**

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْ قَةٍمِّنْهُمْ طَآ ئِفَةٌلِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْ مَهُمْ اِذَارَجَعُوْآ اِلَيْهِمْ

অর্থঃ ‘তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে’ (সূরা আত তাওবাঃ ১২২)।

সুতরাং আমাদের মধ্যে একদল লোককে অবশ্যই দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে দীনি শিক্ষার ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনিভাবে পার্থিব শিক্ষা অর্জনেরও গুরুত্ব রয়েছে।তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কোন বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না।বরং তার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার সাথে নৈতিকতা থাকলেই কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। আর শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়।

মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ করা। যেমন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন ''দীন হল কল্যাণ করা'' (মুসলিম)।

সালেহ ইবন আবদুল আযীয আলে শাইখ তার 'ইলমে দীন অর্জনের পথ ও পদ্ধতি' কিতাবে ইলম অর্জনের ক্রমধারা অথবা ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন যে ইলমে দীন বা দীনের জ্ঞান নানা প্রকার। এর মধ্যে কিছু হচ্ছে- মৌলিক ইলম (উলুম আসলিয়্যাহ্)। আর কিছু হচ্ছে সহায়ক ইলম (উলুম মুসায়িদা)। কেউ কেউ সহায়ক ইলমগুলোকে মাধ্যম ইলম (উলুমুল আলা) বলেন। আবার কেউ কেউ শাস্ত্রিক ইলম (উলুম সিনাইয়্যা) বলেন।

মৌলিক ইলম হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ'র ইলম তথা ইলমুত তাফসীর (তাফসীরবিদ্যা), ইলমুল হাদীস (হাদীসবিদ্যা), ইলমুল ফিক্হ (ইসলামি আইনশাস্ত্র)। এর পর ইলমুত্ তাওহীদ (আল্লাহর একত্বের বিদ্যা); যাকে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর ইলম থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করে থাকি এই ইলমের মহান মর্যাদার কারণে। যদিও সবগুলো ইলমই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত।

সুতরাং আমাদের নিকট **মৌলিক ইলম হচ্ছে তাফসীর, তাওহীদ, হাদীস, ফিকহ**। আর সহায়ক ইলম হচ্ছে- উসুলুত্ তাফসীর (তাফসীর তত্ত্ব) বা কারো কারো পরিভাষা অনুযায়ী উলুমুল কুরআন (Quranic Sciences), উসূলুল্ হাদীস (হাদীস তত্ত্ব) বা কারো কারো মতানুযায়ী মুস্ত্বালাহুল হাদীস (হাদিসের পরিভাষা), উসূলুল্ ফিক্হ (ইসলামি আইনের মূলনীতি), নাহু (আরবী ব্যাকরণ) ও আরবী ভাষাজ্ঞানসমূহ।

এই ইলমগুলোকে অন্যভাবেও বিভাজন করা হয়। মৌলিক ইলম (উসুল) ও বিনোদনমূলক ইলম (মুলাহ)। মৌলিক ইলমের মধ্যে রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লিখিত মৌলিক ইলম ও সহায়ক ইলমের সবগুলো। আর বিনোদনমূলক ইলম হচ্ছে সংবাদমূলক জ্ঞান, জীবনচরিত, বিরল ঘটনাবলী, কিস্‌সা-কাহিনী, ইতিহাস ইত্যাদি।

তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য। সুতরাং যে ইলম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করবে তা আমারা শিখব ও শিখাব।

৪. ইলমের হাকিকত এবং ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য

ইলম হলো, ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানকেই কেবলমাত্র ইলম বলা হয়। এছাড়া অন্য কোন বিদ্যা-জ্ঞানকে ইলম বলা হয় না । বর্তমান পৃথিবীতে অনেক রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা রয়েছে। কিন্তু এগুলোকে ইলম বলা যাবে না। ইলম হিসেবে শরীআত এগুলোর স্বীকৃতিও দেয় না। বেশি থেকে বেশি এগুলোকে জ্ঞান- বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে আল্লাহ পাক নববী দায়িত্ব ও কাজ দিয়ে, দ্বীন ইসলাম নামক মনোনীত ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেন এবং একান্ত সুষ্ঠুভাবে এ কাজ পরিচালনার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান দান করেন। কুরআন-সুন্নাহর এ জ্ঞানই হলো দ্বীনি ইলম বা ইলমে দ্বীন।

(ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত, লেখক: মুফতী মুহাম্মাদ আল-আমীন নূরী, সম্পাদক: মুফতী আবু হাম্মাদ শামীম হুসাইন)

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো-

১. আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করত: বান্দা তার ইহ ও পরকালের সফলতা অর্জন করে অনাবিল চিরসুখের ঠিকানা জান্নাতের অধিবাসী হতে পারা

২. ইলমকে প্রচার করা, একে যাকাতুল ইলম বলা হয়

৩. ইলমের উপর আমল করা

৪. ইলম গোপন না করা এবং হক প্রচার করা

৫. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা

৫. ইলম অর্জন না করার ক্ষতি

মানুষের ইলম শেখার গুরুত্ব অনেক বেশি। ইলম ছাড়া যেমন সঠিকভাবে আমল করা যায় না। আবার দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ বুঝতেও ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই ইলম শেখাকে ফরজ করা হয়েছে। হাদিসে পাকে প্রিয় নবী ঘোষণা দিয়েছেন, ‘ইলম তালাশ করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য আবশ্যক’। কিন্তু মুমিন মুসলমানের জন্য ইলম না শেখার ক্ষতি অনেক বড়। তা কী?

ইসলামের প্রতিটি অংশের সঙ্গে ইলম শেখা খুবই জরুরি। ইলম শেখা ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম শেখা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। এ কারণেই হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

‘যে ব্যক্তি ইলম (শেখা) ছাড়া আমল করবে, সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে - না করবে; বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।’ (তারিখে তাবারি)

ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। অথচ আল্লাহকে ভয় করা মানুষের জন্য সেরা ইবাদত। ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণ থেকে বঞ্চিত হয় মানুষ। আর আল্লাহর ভয়ই হলো নেক কাজ করার তাওফিক অর্জন করা। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কোরআন তাদের জন্য

পথপ্রদর্শক। ইলম শেখার কল্যাণেই আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে আল্লাহ ভয় উপলব্ধি করার তাওফিক দান করনে।

৬. দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দু- চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবী সম্মানের আশায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষা নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।

আবার কেউ কেউ তো দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

১. '(কওমী) মাদরাসার বিদ্যা ফকীরি বিদ্যা' (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন-হাদীসের ইলমের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করার কারণে ঐ লোকের ঈমান ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

২. 'মাদরাসায় লেখা-পড়া করলে না খেয়ে মরবে'। অথচ দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো লোক না খেয়ে মরেছে এর কোন প্রমাণ বা উদাহরণ তারা দেখাতে পারে না এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে না খাইয়ে মারবেন না।

৩. কিছু দ্বীনদার (?) লোক মনে করে সন্তানকে (কওমী) মাদরাসায় পড়ানোর দরকার নেই। স্কুল-কলেজে পড়াবো। তারপর সন্তান বড় হলে তাকে দ্বীনের রাস্তায় মেহনত করার সুযোগ করে দিয়ে দ্বীনদার বানিয়ে নিব। অথচ স্কুলে পড়ে সে বদ্দীন হবেনা তার গ্যারান্টি কে দিবে? অথবা দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই সে মারা গেলে তার পরিণতি কী হবে? তা মোটেও ভেবে দেখে না।

মানুষ যাতে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে পেরে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাই নিম্নে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যে বাস্তব কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মহামানব তথা নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ অর্থাৎ তারা 'নায়েবে নবী'। কেননা নবী-রাসূলগণ শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানান, অর্থ-কড়ির নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখে, টাকা-পয়সার জন্য নয়। (মাজমাউয যাওয়েদ হা.নং ৫২৩)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার সিলেবাস যারা তৈরি করেছে তাদের ওয়ারিশ। নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ নয়, কেননা তারা শিক্ষা অর্জনই করে টাকা-পয়সা কিংবা কোনো পদ হাসিলের জন্য।

২. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে নবীগণের বাস্তব ওয়ারিশ বানানোর জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে দুনিয়া উপার্জন করা যাবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈমান-আমল সেখানে গুরুত্বহীন বিষয়।

৩. যারা দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজেদের নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার ছাত্রদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের পাখা বিছানোর কোনো হাদীস নেই।

৪. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যেহেতু ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে, তাই তাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ তারা সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ মতো

চলে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসে বা দাওয়াতের কাজে জুড়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. খালেস দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ বেকার থাকে না। তাদের কারণে দেশের বেকারত্ব বাড়ে না; বরং তারা একদিকে নিজ দেশে দ্বীনের খেদমত করছেন অন্য দিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম, মুয়াযি্যন, মাদরাসার শিক্ষক হয়ে কিংবা অন্য কোন খেদমত করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকেই বেকার থাকছে। কারণ দুনিয়াবী শিক্ষাটা হলো 'কর্মমুখী শিক্ষা' অর্থাৎ এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুনিয়ার বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মের সুযোগ কম থাকায় আর কর্মের প্রার্থী বেশি হওয়ায় অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি বেকারত্বের কারণে কেউ অর্থ উপার্জনের অনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কেউবা ছিনতাই রাহাজানির মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিতে দ্বিধা করছে না।

৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষাকেন্দ্র কওমী মাদারাসাতে দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। আর এখানে সরকারের কোন অনুদান নেয়া হয় না। যার কারণে সরকার নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এখানকার সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে না।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্কুল-কলেজ সরকারী হওয়ায় বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুদান গ্রহণ করায় সরকার চাইলেই নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে। আর এতে যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কওমী মাদারেসে ফরযে আইন এবং ফরযে কেফায়া উভয় প্রকারের ইলম শিক্ষা দেয়া হয়, যার দ্বারা এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা থেকে

বাঁচাতে পারে আবার সাধারণ মানুষকেও সিরাতে মুস্তাকীম এর উপর পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল-কলেজে ইলমের কিছু তো নেই-ই; বরং তাদের সিলেবাসে ঈমান বিধ্বংসী অনেক মতবাদ রয়েছে। যার একটি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা।

৮ দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গুরুজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রাণীর হকও শিক্ষা দেওয়া হয়। যার ফলে তারা প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। পত্রিকা খুললেই স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের কীর্তি (?) দেখে চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আজকাল তো তারা বিশেষভাবে শিক্ষকদের পিটাতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তাছাড়া ওখানকার ছাত্ররাই তো পথে-ঘাটে ইভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে ।

৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করে এবং কেবল তারাই সহীহভাবে পিতা-মাতার রূহে সাওয়াব রেসানী করতে পারে ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন লোকেরই এই যোগ্যতা নেই যে, সে ঐ বিদ্যা দিয়ে পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়াবে বা তাদের রূহে সাওয়াব রেসানী করবে কিংবা তাদের মৃত্যুর পরের হকগুলো আদায় করবে।

১০. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত আলেম তথা নেক সন্তানের নেক আমলের সওয়াব পেতে থাকবে। (তিরমিযী হা.নং ১৩৭৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই নিজ পিতা-মাতার জন্য গুনাহে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও তাদের বদ আমলের ভাগীদার হতে থাকে।

কারণ তারা তাদেরকে কোনো নেক আমল শিক্ষা দেয়নি এবং জীবিত অবস্থায় তাদেরকে গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেনি।

১১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ দেখায় এবং জান্নাতের রাহবারী করে। এজন্যই তারা বিভিন্ন মাদরাসা-মসজিদে, মাঠে-ময়দানে কুরআন-হাদীসের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। যেমনঃ তারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে তা দেখার জন্য মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। তাছাড়া আরো অগণিত উদাহরণ আপনি ভাবলেই পেয়ে যাবেন।

১২. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা অর্জনের জন্য বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। (জামিউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৪৫)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো ফযিলত নেই; বরং তারা তো শিখতে বসে ক্লাস রুমেও অনেক গুনাহের কাজ করে। যেমনঃ ছেলেদের মেয়েদেরকে দেখা, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা।

১৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্ম টিকিয়ে রাখছে। কারণ ইলম শিক্ষার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যাবে। আর সাধারণ মানুষ যে যতটুকুই দ্বীন পালন করছে বা দ্বীনের চর্চা করছে তা এদের উসিলায় করছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করে এবং তাদের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশে দিন দিন খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে চলাই এর প্রমাণ বহন করে। সামান্য অর্থের লোভে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরাই তো এসব এনজিওতে কাজ করছে।

১৪. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (জামেউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৮০.)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের শেষ পরিণাম অজানা; বরং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের শেষ পরিণাম সুখকর হবে না। যারা আল্লাহর হুকুম মানবে না তাদের শেষ পরিণতি খারাব হওয়াই স্বাভাবিক।

১৫. হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক 'দুনিয়ার গোটা সৃষ্টিজগত দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীর জন্য দু'আ করে'। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এ দু'আ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর বন্ধু। কারণ তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করে। আর তারা শয়তানের শত্রু কারণ তারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যদি কোনোভাবে দ্বীন না শিখে, চাই উলামায়ে কেরামের সুহবতে এসে হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে হোক, তাহলে এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ তখন তারা না জানার কারণে বা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন না করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের পথে পরিচালিত হবে।

১৭. প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষার প্রকৃত শিক্ষার্থীরা মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে ইমাম হওয়ার (নেতৃত্ব দেয়ার) যোগ্যতা রাখে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মুসলমানদের প্রতি দিনের আমল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতীটুকু করার যোগ্যতা রাখে না।

১৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার অর্থের লোভে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এক দুই টাকার লোভেও নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে কুণ্ঠা বোধ করে না। দুর্নীতিতে বাংলাদেশের বারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা (সৈনিক)। এদের মাধ্যমে তিনি নিজ দ্বীনের হেফাজত করছেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইংরেজদের মানস সন্তান। কারণ তারা তাদের চিন্তা-চেতনাই লালন করে।

২০. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, হক্কানী আলেম-উলামা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। কারণ গোমরাহীর অন্ধকারে মানুষ তাদের মাধ্যমে সুপথ পেয়ে থাকে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা.নং ৪৮৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোনো ফযিলত নেই; বরং তাদের কারো কারো মাধ্যমে পৃথিবী গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনদার হলে সেটা ভিন্ন কথা।

২১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মানুষকে রিযিক দিচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন এবং পরাচ্ছেন। (তাহযীবে তারীখে দামেস্ক ৫/ ৪৩৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্য থেকে অনেকের ভয়ানক গুনাহের কারণে দুনিয়ার মানুষকে আযাবে এবং দুর্ভিক্ষে পড়তে হয়।

২২. খালেস দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা (কওমী মাদরাসার ছাত্ররা) ইসলামের ইউনিফর্ম পরে থাকে। যেকেউ তাদেরকে দেখলেই খাঁটি মুসলিম মনে করতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিধর্মীদের ইউনিফর্ম পরে থাকে। ফলে সে মুসলিম না কাফের বাহ্যিকভাবে তা বুঝার কোনো উপায় থাকে না।

২৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর ‘হায়াত’। যত দিন তারা দ্বীন চর্চায় লিপ্ত থাকবে ততদিন আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াকে বহাল রাখবেন। কিয়ামাত ঘটাবেন না। (মুসলিম হা.নং ১৪৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যত বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন, তাদের কারণে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না; বরং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা যত বাড়বে পৃথিবী ততই কিয়ামাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

২৪. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, অবসর গ্রহণ করেন না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকে তো চাকুরিই পায় না। আর পেলেও ৩০-৩৫ বছর পর অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

২৫. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে হাশরের ময়দানে প্রচন্ড রোদের মাঝে যখন আল্লাহ তা‘আলার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তখন তাদেরকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া হবে। (তিরমিযী হা.নং ২৩৯১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য এ ধরনের কোনো ওয়াদা বা আশ্বাস কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণিত হয়নি; বরং তারা সংশোধন না হলে, হাশরের ময়দানে তাদেরকে ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

২৬. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের লকব বা সনদ চিরস্থায়ী। বেহেশতে প্রবেশ করেও তারা এ উপাধিতে ভূষিত হবেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সনদ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। অবসর গ্রহণের পরই তাদের সনদ অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। আর মরার পর কবরে ও হাশরে এ সনদের কোনো মূল্যায়নই হবে না।

২৭. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের পিতা-মাতা বা অন্য যে কেউ যত টাকা খরচ করে তাতে সে বে-হিসাব সাওয়াব পায়। (সহীহ ইবনে হিব্বান হা.নং ৪৬২৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য টাকা খরচ করলে সাওয়াব হবে এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীসে নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিছনে টাকা ব্যয় করলে গুনাহ হয়। যেমনঃ অভিনয়, নাচ-গান, প্রাণীর ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখার ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় করা হয় তাতে গুনাহ হয়।

২৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থী যদি ইলম শিক্ষা করা অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন অবস্থায় মারা গেলে এ মর্যাদা পাবে না; বরং গুনাহের কোনো কিছু শিক্ষারত অবস্থায় মারা গেলে খারাব পরিণতির আশংকাই প্রবল।

২৯. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্য। সুতরাং পরকালে তাদের বিশেষ পাওয়ার থাকবে ।

(মুসনাদে আহমাদ ৩/১২৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রু সাব্যস্ত হয়ে যায়।

৩০. সর্বোপরি দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মাঝে খোদাভিরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার গুণ থাকার কারণে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত সমাজকে জাহিলিয়াতের অতল গহবর থেকে উঠিয়ে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আদর্শ, সুশীল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা অসামাজিক কার্য-কলাপ। যেমনঃ হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধর্ষণ, ইভ-টিজিং, গাড়ী ভাংচুর, মারা-মারি, কাটা-কাটি, নেশা-মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে আদর্শ সমাজও বর্বর যুগের অসভ্য সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। আজ নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষার কারণেই

দেশজুড়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপরও কি আমরা সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারি!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এবং নিজ অধীনস্থদের উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন। - (মুফতী মনসূরুল হক দা.বা., দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য)

৭. ইসলামী তথা দ্বীনী শিক্ষার ৫ বৈশিষ্ট্য

যুগে যুগে আলেমরা যে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো—

৭.১. বৈশ্বিক ও মানবিক : ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তা বৈশ্বিক ও মানবিক হবে। তার সঙ্গে সর্ব শ্রেণির মানুষের সম্পর্ক থাকবে। কেননা পৃথিবীর সব জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও বংশধারা এবং সব ভূখণ্ডের জন্য ইসলাম আগমন করেছে।

ইসলাম বৈষম্যহীন অখণ্ড পৃথিবীর দাবিদার। এতে কোনো বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর বিশেষ কোনো অধিকার নেই। বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রেও ইসলাম পৃথিবীর কোনো শ্রেণি-গোষ্ঠীকে কারো ওপর অগ্রাধিকার দেয়নি; বরং বংশ পরিচয়ের চেয়ে আগ্রহ-উদ্দীপনা, সাড়া, অনুসন্ধান, মূল্যায়ন, প্রচেষ্টা ও গবেষণাকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যদি জ্ঞান সুরাইয়া নক্ষত্রের মধ্যে থাকত, তবে পারস্যের একদল মানুষ তা অনুসন্ধান করত।

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) এ বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, 'বিস্ময়কর ব্যাপার হলো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে বেশির ভাগ জ্ঞানের ধারক অনারব। শরয়ি (বর্ণনানির্ভর) ও আকলি (যুক্তিনির্ভর) উভয় প্রকার জ্ঞানেই তারা অগ্রগামী। অথচ মুসলিম জাতির বিকাশ হয়েছে আরব থেকে এবং শরিয়ত প্রণেতাও (নবী সা.) আরব।'

৭.২. ব্যাপক ও বিস্তৃত : ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তা ব্যাপক ও বিস্তৃত।

কেননা ইসলামে জ্ঞানচর্চার ধারণাটিই ব্যাপক ও বিস্তৃত। মুসলমানের জন্য জ্ঞানচর্চার বাধ্য-বাধকতা, সমাজে জ্ঞানের মূল্য, কোরআন-সুন্নাহে জ্ঞানচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান, মর্যাদা ও পুরস্কারের অঙ্গীকার, জ্ঞানবিমুখতার নিন্দা ইত্যাদি থেকে ইসলামে জ্ঞানচর্চার পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে জ্ঞানচর্চার সোনালি অধ্যায় রচিত হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতায় প্রত্যেক যুগেই অসংখ্য মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনায়কদের চেয়ে প্রত্যেক যুগের আলেমদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য।

সরকারের প্রচেষ্টায় কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চললেও আলেমদের প্রচেষ্টা ও স্বেচ্ছাশ্রমে ঘরে ঘরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। যারা রাষ্ট্র, ক্ষমতা, শাসক, নেতা ও ধনীদের থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অমুখাপেক্ষী ছিলেন। আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে তারা অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর সব কীর্তি গড়েছেন।

মুসলমানের শিক্ষা কার্যক্রম দ্বারা সব শ্রেণি ও স্তরের মানুষ উপকৃত হতে পারে। মুসলিম ইতিহাসে জ্ঞান এত ব্যাপক ও আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যে সর্বশ্রেণির মানুষ তা অর্জনে পরিতৃপ্তি লাভ করত। স্টেনলি লেন পুল বলেন, ‘খলিফা থেকে শুরু করে প্রতিটি মুসলিম জ্ঞান অর্জনের জন্য আগ্রহে ও তাতে অবগাহনে ব্যাকুল হয়েছিল। তাদের সবচেয়ে বড় সেবা ছিল বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সর্বশ্রেণির শিক্ষার্থীকে জায়গা দিয়েছিল। ইসলামী সভ্যতার ব্যাপকতার ধারণা থেকেই এটা হয়েছিল। একই অবস্থা ছিল বিশ্বের অন্যান্য জায়গার জ্ঞানকেন্দ্রগুলোর। আরো বিস্ময়কর বিষয় হলো, সমকালীন মসজিদগুলোতেও শিক্ষার্থীদের বিপুল সমাগম ছিল। তারা আলেমদের কাছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করত। বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আগ্রহ থেকেই তারা একত্র হতো।’ আর তৃণমূলে বিস্তৃত সে শিক্ষা আন্দোলনের প্রাণসত্তা ছিল জ্ঞানচর্চাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম ও ‘ইবাদত’ বলে বিশ্বাস করা।

৭.৩. সক্রিয়তা : সক্রিয়তা ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের ধারা কখনোই নিষ্ক্রীয় ছিল না। তা স্বল্প বা দীর্ঘ পরিসরে সক্রিয় ছিল। জ্ঞানার্জন, অধ্যয়ন, অনুসন্ধানের অনুষঙ্গ হিসেবে হাদিসের মর্যাদা, স্তর, মৌখিক বা লিখিত বিতর্ক, বিভিন্ন ভূখণ্ডে ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তৃতির ধারা অব্যাহত ছিল। ইতিহাস গ্রন্থগুলোয় সক্রিয় জ্ঞানচর্চার চমৎকার সব দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) জ্ঞানার্জনের জন্য দেশত্যাগ এবং সমকালীন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সে উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ বিষয়ে লেখেন, 'এর কারণ হলো মানুষ জ্ঞান, চরিত্র, মতাদর্শ ও মর্যাদা শিক্ষা-শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করে। আবার কখনো কখনো তা সান্নিধ্য ও দীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করে। সান্নিধ্য ও দীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত বিষয়গুলো মানুষের ভেতর দৃঢ়ভাবে বসে যায়।' ফলে মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য ও দীক্ষার ধারা সক্রিয় রয়েছে।

৭.৪. সাহসিকতা : আলেমরা ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ এবং অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণে সব সময় সাহসী। ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যেকোনো ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা বুক পেতে দেন। প্রয়োজনে তারা জিহাদ, সংগ্রাম, স্বাধীনতা আন্দোলন, বিদেশি আগ্রাসন ও ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ইসলামের ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের জন্য যতবার জিহাদ (সংগ্রাম) ও ইজতিহাদ (জ্ঞানগত উদ্ভাবন)-এর প্রয়োজন হয়েছে, কোনো কোনো আলেম তার নেতৃত্বের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তার চিন্তা ও দর্শন বৈপ্লবিক জাগরণ ও আন্দোলনের উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। হিজরি ১৩-১৪ শতক এবং খ্রিস্টীয় ১৯-২০ শতকে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া আর মিসর-সিরিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যত মুসলিম দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন হয়েছে, সেসব দেশে বিদেশি শাসন ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্ব আলেমদের হাতে ছিল; কমপক্ষে তারা নেতৃত্ব দানকারীদের সম্মুখ সারিতে ছিল। আলজেরিয়া ও ভারতবর্ষ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৭.৫. উপকারী বিষয়ে গুরুত্বারোপ : ইসলাম সব সময় এমন বিষয়ের পাঠদানে গুরুত্ব দেয়, যাতে সুপথ, মুক্তি, পরকালীন কল্যাণ নিহিত। তা এমন শিক্ষা, যার ওপর মানুষের সৌভাগ্য ও মুক্তি নির্ভরশীল, যার মাধ্যমে তার সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, জগৎগুলো পরিচালনাকারীর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে অবগত হবে। কোরআনে সেসব মানুষের নিন্দা করা হয়েছে তাদের জ্ঞানচর্চার পুরো পার্থিব জীবনকেন্দ্রিক। ইরশাদ হয়েছে, 'বলুন, আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? তারাই সেসব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে তারা সৎকর্মই করছে। তারাই সেসব লোক, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি ও তাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোনো ব্যবস্থা রাখব না।' (সুর কাহফ, আয়াত : ১০৩-১০৫)

(তামিরে হায়াত থেকে, মো. আবদুল মজিদ মোল্লার ভাষান্তর)

৮. কুরআন-সুন্নাহ্তে ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে' -সূরা নাহল (১৬): ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

'তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে' -সূরা জুমুআহ (৬২): ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল' -সূরা ফুরকান (২৫): ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

'আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে' -সূরা কাহাফ (১৮): ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

‘হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও’ -সূরা ত্ব-হা (২০): ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

‘মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়’ -সূরা তাওবা (৯): ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ‘ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না’। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ.
وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ.
وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَا
نِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ.

'ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব'। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

৯. দ্বীনী শিক্ষার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ.

'আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি'। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭): ৭০

অন্যান্য প্রাণিজগত থেকে মানবজাতির রয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য; যা মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং অন্যান্যদের মাঝে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। অন্যান্য প্রাণি শুধু তাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজের সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। জীবন ধারণের এ সহজাত বোধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তাদের দিন-রাতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত। তাদের জীবন থাকে নির্দিষ্ট স্বভাবের গণ্ডিতে বাঁধা। যার বৃত্ত

থেকে কখনো তাদের উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু মানুষ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং ইবাদাত তথা আল্লাহ তাআলার বন্দেগি করার জন্যই মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

‘আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে’। -সূরা যারিয়াত (৫১): ৫৬

তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে।

১০. ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযীলত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন বহুগুণ’। -সূরা মুজাদালা (৫৮): ১১

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়’। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

‘যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন’। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন’। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

‘পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না’।

-সূরা আলাক (৯৬): ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

‘বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?’ -সূরা যুমার (৩৯): ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন’। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮): ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

‘আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন’। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ:

رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

‘দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়’। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

‘যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন’। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায়

করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল'। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

'যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়'। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ:
إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

'যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে'। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়'। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার

জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক'। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবননদী নতুন বাঁক নেয়। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে মনের মাঝে। তখন আমরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করি । পিছনের জীবনের হিসাব নিই। অসংখ্য মানুষ এমন আছেন, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকুও অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক অসচেতনতা, দ্বীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কিংবা নিজের অবহেলা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ।

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি জাগে। অতীত জীবনের উপর অনুশোচনা হয়। হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে কিংবা কোনো দ্বীনী মেহনতের বরকতে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে । তখন দ্বীনী ইলম না শেখার উপর আক্ষেপ হতে থাকে মনের গভীরে। এই উপলব্ধি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ার এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেতরে প্রেরণা যোগায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল, মনের ভেতর উপলব্ধি ও অনুশোচনা জাগলেও এর উপর ভিত্তি করে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দ্বীনী জীবন গঠনে যতটুকু উৎসাহ দেখা যায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে ততটুকু উৎসাহ দেখা যায় না।

১১. পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক

অধিকাংশ সাহাবী দ্বীনী ইলম অর্জন করেছেন বয়স্ক অবস্থায়। বয়স বেশি হওয়া এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে ওহী শিক্ষা গ্রহণকারী। নবুওতের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র। তাঁদের বক্তব্য ও শিক্ষার আলোকেই আমাদের কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝতে হয়। অথচ তাঁদের

অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজীর পর এ উম্মতের সবচে বড় জ্ঞানী হলেন আবু বকর রা.। অথচ তিনি যখন নবীজীর সংস্পর্শধন্য হয়ে ইলম শেখা শুরু করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। এমনিভাবে ওমর রা., আবু যর রা., আবুদ দারদা রা., প্রমুখ উম্মতের সবচে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী রাহ. হযরত ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন-

باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر : "تفقهوا قبل أن تسوَّدوا.."

'তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও'।

সহীহ বুখারীতে ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

قال أبو عبد الله -يعني البخاري نفسه-

: وبعد أن تسوّدوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنِّهم.

অর্থ্যাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। -সহীহ বুখারী, পৃ. ৩৯

খোদ ওমর রা.-এর অবস্থাই দেখুন, বয়স হবার পরও কীভাবে তিনি দ্বীনী ইলম শিখেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে নবীজীর কাছে যেতাম। সে একদিন থাকত। আমি একদিন থাকতাম। যেদিন আমি থাকতাম সেদিনকার ওহী ও অন্যান্য বিষয় আমি তাকে জানাতাম। আর যেদিন সে থাকত সেও অনুরূপ করত। (দ্র. সহীহ বুখারী, বর্ণনা ৮৯)

বড়দের দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস।

বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা জাগতিক শিক্ষা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ভালো একটা চাকরি পাওয়া, একটু সুখী জীবন লাভ করার জন্যই সাধারণত এ শিক্ষা অর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু পার্থিব জীবনই নয় পরকালীন

জীবনের কল্যাণ লাভ করা এ ইলম অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর হুকুম আহকাম জেনে সে অনুযায়ী জীবনযাপন, নবীজীর সুন্নতের অনুসরণ, ফেরেশতাদের দুআ-ইসতিগফার লাভ ইত্যাদি সবকিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফযীলত। আর যে কোনো মানুষই বোঝে, এ ফযীলত অর্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। যে কোনো মানুষই ইলম শিক্ষা করার মাধ্যমে এ ফযীলতগুলো অর্জন করতে পারে।

قيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يح
سن به أن يتعلم.

আবু আমর ইবনুল আলা'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকাটা যদি তার জন্য উত্তম হয় তবে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না! -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

কোনো একজন আলেমকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত মানুষকে শিখতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মহামানবদের ঘটনা, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ইলম চর্চা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও ইলমের মুযাকারা করেছেন। এরকম অসংখ্য নযীর আছে আমাদের ইতিহাসে।

কিছু বয়স হওয়ার পর দ্বীন শেখার ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা ইলম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর অভিভাবকদের চাপে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনী ইলম অর্জন করে। ভেতরের প্রেরণা, নিজের ইচ্ছা, ফযীলত অর্জন করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত। তবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থা হয় এর থেকে ভিন্ন। বয়স্ক ব্যক্তির মনে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় মনের ভেতর থেকে। সেখানে অন্যের পক্ষ থেকে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতারও কোনো ব্যাপার থাকে না; বরং সাধারণত ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ইলম অর্জনের ফযীলত

হাসিল করার জন্য এবং সহীহভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনী ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়। তাই বয়স্ক ব্যক্তির অদম্য আগ্রহ, তীব্র বাসনা তাকে অনেক দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যপানে।

তাছাড়া একজন বয়স্ক ব্যক্তির বুঝ ও অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ম হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয় অল্প সময়ে বোঝা ও অনুধাবন করা তার জন্য সহজ। ফলে দ্বীনের অনেক কিছুর বুঝ অল্প সময়েই তার অর্জন হয়, যা শেখাকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইলম অনুযায়ী আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহ ও মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় থাকলে দীর্ঘ সময়ের পড়া অল্প সময়েই আয়ত্ত হয়ে যায়। পরিণত বয়সের একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের সময় এ আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণত পূর্ণ মাত্রায় থাকে, যা অল্প সময়ে তাকে অনেক এগিয়ে দেয়।

১২. সালাফদের জীবনে পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ইসলামের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মনীষী রয়েছেন, যাদের বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর তাদের হৃদয়ে ইলম অর্জনের আগ্রহ জেগেছিল। এরপর নিরন্তর মেহনত ও অব্যাহত মুজাহাদার মাধ্যমে তারা ইলম অর্জন করেন এবং নিজেদের ও অন্যদের ইলমের আলোয় আলোকিত করেন। এমন কয়েকজন মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

আলী ইবনে হামযা

ইমাম কিসাঈ নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমে নাহুর প্রতিটি ছাত্র এই নামের মহান মানুষটির সাথে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে যার রয়েছে বিশাল অবদান। ইলমে কিরাআতেরও অন্যতম ইমাম তিনি। যে সাত কেরাতের কথা আমরা সবাই জানি, সে সাত কেরাতের এক কেরাত তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। তিনি বয়স অনেক হওয়ার পরই ইলমে নাহু শেখা শুরু করেছেন। আল্লামা কিফতী রাহ. বলেন-

انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه.

কিসাঈ বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহু শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয়নি। -আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

আবদুর রাহমান ইবনুল কাসেম

মালেকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। ইমাম মালেক রাহ.-এর সবচে কাছের ছাত্রদের অন্যতম। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরার রচয়িতাও তিনি। মালেকী মাযহাবে মাশহুর রেওয়ায়েত বলতে উপরোক্ত গ্রন্থে ইবনুল কাসেম বর্ণিত ইমাম মালেক রাহ.-এর বক্তব্যকেই বুঝানো হয়। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পর। কাযী ইয়ায রাহ. লিখেন-

قال ابن وضاح سمع ابن القاسم من المصريين والشاميين، وإنما طلب وهو كبير.

ইবনে ওয়ায্যাহ বলেছেন, ইবনুল কাসেম মিসর ও শামের উলামায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। আর তিনি অনেক বয়স হওয়ার পর ইলম অণে¦ষণ শুরু করেন। -তারতিবুল মাদারিক ৩/২৪৮

আল্লামা ইবনে হাযম রাহ.

ইসলামের ইতিহাসে যারা অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। আল্লামা যাহাবী রাহ. তার ব্যাপারে বলেন-

ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن ابن حزم الأندلسي.

বয়স হওয়ার পর যারা ইলম শেখা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনে হাযম আন্দালুসী।

তার ইলমে ফিকহ অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ইবনে হাযম রাহ. নিজেই সে ঘটনা বলেছেন। একদিন তিনি এক জানাযায় শরিক হন। তখন এক মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। এক ব্যক্তি তখন তাকে বলল, ওঠ, আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। তিনি তখন নামাযে

দাঁড়িয়ে যান। জানাযা শেষে ফিরে আসার সময়ও মসজিদে যান। এবার প্রবেশ করা মাত্রই নামায শুরু করে দেন। তখন তাকে বলা হল, আরে বস বস; এখন নফল নামায পড়ার সময় নয়। তখন ছিল আসরের পর। এ ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর থেকেই তিনি ইলম অর্জন শুরু করেন।

-(মু‘জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রাহ.-এর জীবনী)

ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম

ইলমী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সত্য কথন ও সাহসী উচ্চারণে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ যাকে সুলতানুল উলামা (উলামা-সম্রাট) উপাধি দিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন সম্রাটতুল্য একজন মানুষ। মানুষের হৃদয়জগতে তিনি ছিলেন সম্রাটের চেয়েও সম্মানিত। পরাক্রমশালী শাসকেরা পর্যন্ত মাথা নত করত তার সামনে। ইয্যুদ্দীন রাহ.-এর জানাযার খাট নিয়ে মানুষ যখন শাহী প্রাসাদের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তৎকালীন শাসক আলমালিকুয যাহির তখন বলেছিল-

আজ আমার রাজত্ব স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। এই শায়েখ যদি জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলতেন তাহলে তিনি আমার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারতেন। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এই উলামা-সম্রাটও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পরে। তার জীবনীতে লেখা হয়েছে-

كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر.

ইয্যুদ্দীন রাহ. প্রাথমিক অবস্থায় খুবই গরীব ছিলেন। তিনি ইলম অর্জনে মাশগুল হয়েছেন অনেক বয়সে। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এগুলো তো গেল সালাফের যুগের ঘটনা। আমাদের এ যুগেও বয়স হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতীত ও বর্তমানে বয়স্ক দ্বীনী শিক্ষার এত অসংখ্য নযীর রয়েছে যে তা নিয়ে আলাদা গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। এসকল মানুষেরা আমাদের জন্য হতে পারেন প্রেরণার উৎস।

১৩. পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা

বয়সকালে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে একটি চিন্তা অনেকের মনেই উঁকি দেয়। তা হল, বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। এ চিন্তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, মানুষ যখন কোনো কাজের হিম্মত করে তার জন্য শতভাগ চেষ্টা ব্যয় করে তখন সে কাজটি আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দেন। উদাহারণ স্বরূপ ইমাম কাফফাল শাশী ছিলেন ফিকহে শাফেয়ীর অবিসংবাদিত ইমাম। আল্লামা সামআনী রাহ. তার ব্যাপারে লিখেছেন-

كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل ع صره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحق يقا، رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتخرج به أئمة، ابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثلاثين سنة، فتر ك صنعته، وأقبل على العلم.

তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মুখস্থশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারিতে যুগের অনন্য ব্যক্তি। ফিকহে শাফেয়ীর মধ্যে তার যে প্রভাব ও অবদান রয়েছে তা তার যুগের অন্য কারো ছিল না। বিভিন্ন দেশ থেকে ফকীহগণ ইলম অর্জনের জন্য তার উদ্দেশে সফর করতেন। তার হাতে অনেক ইমাম গড়ে উঠেছেন। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন ৩০ বছর বয়সে। ইলম শেখা শুরু করার পর তিনি তার পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলম অর্জনে নিমগ্ন হন। -সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/১৩০

আল্লামা সুবকী রাহ, তার ব্যাপারে লেখেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا... كان قد ابتدأ التعلم على كبر السن بعدما أفنى شبيبته في صناعة الأقفال.

তিনি হলেন পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম। তালা বানানোর পেশায় যৌবন কাটিয়ে শেষ বয়সে তিনি ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়েছেন। -(তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, ৫/৫৪)

আল্লামা সুবকী রাহ. যাকে পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম বলেছেন তিনি যে আসলেই কত বড় ইমাম ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এ মহান মনীষীর জীবনেও উপরে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাটি এসেছিল এবং হয়ত তার মাত্রা আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি পৌছে গেছেন আকাশের সীমানায়।

ইলম শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে 'র্মাও' এলাকার একজন শায়েখের কাছে যান। তিনি তাকে কিতাবুল মুযানীর এ তিনটি শব্দ প্রথম দিন শেখান-

هذا كتاب اختصرته.

এ পাঠ গ্রহণ করে তিনি ছাদে চলে যান। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এ তিনটি শব্দই মুখস্থ করতে থাকেন। সারা রাত জেগে থাকার কারণে শেষ রাতে একটু চোখ লেগে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সারা রাত ধরে কী পড়েছেন কিছুই মনে পড়ছে না। তিনি এ কথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলেন যে, শায়েখকে আমি কী বলব। এ দুশ্চিন্তার মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী এক মহিলা বলল-

আবু বকর! গতকাল রাতে

هذا كتاب اختصرته

বলে বলে তো সারা রাত আমাদের ঘুমাতে দাওনি।

মহিলার অভিযোগভরা কথার মাঝেই তিনি যেন খুঁজে পেলেন হারানো সম্পদ। শায়েখের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শায়েখ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ কারণে যেন তোমার ইলম শেখার আগ্রহে ভাটা না পড়ে। কারণ তুমি যখন ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকবে এবং সবসময় মুখস্থ করতে থাকবে তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে।

শায়েখের কথা সত্যি হয়েছিল। কঠিন অধ্যাবসায় ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে এমন দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী মানুষটিই হয়েছিলেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا.

পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম প্রধান। ইলমের সাগর।

আমাদের মধ্যে এমন লোক ক'জন আছে, যে সারা রাত পড়ে মাত্র তিনটি শব্দও মুখস্থ করতে পারে না। তাই বড়দের দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ না হওয়া কিংবা বুঝে না আসা- এ সমস্যার সমাধান একটাই- চেষ্টা, চেষ্টা এবং চেষ্টা।

একটা বাস্তবতা হলো, দুনিয়াবী বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যস্ততায় জড়িয়ে থাকলে মানুষের মুখস্ত-শক্তি কমে যায়। ইলমের জন্য ফারাগাত (ব্যস্ততামুক্ত) ও ইনহিমাক (গভীর নিমগ্নতা) থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কেউ যখন পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইলম অর্জন করে আল্লাহ তাআলা তখন তার মেধা খুলে দেন। বয়স্করাও এর থেকে ব্যতিক্রম নন। আসলে যদি দিলে সাচ্চা ইরাদা ও পোখতা হিম্মত থাকে তাহলে সব কঠিনকেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। আর যদি শত চেষ্টার পরও মুখস্থ না হয় বা না বুঝে আসে তবুও এ চেষ্টার কারণে আল্লাহ তাআলা আজর ও সাওয়াব আমাদের দান করবেন।

বড়দের দ্বীন শিক্ষার দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখনই মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যেতে হবে; বরং প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় ফারেগ করে আমরা ইলম অর্জন করতে পারি। আমার পরিচিত একজনকে দেখেছি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও প্রতিদিন একটু একটু কুরআন মুখস্থ করতে করতে তিনি হাফেয হয়েছেন। আমরাও চাইলে কুরআন মুখস্থ করতে পারি; হাফেয হওয়া সম্ভব না হলে অন্তত কিছু অংশ তো হিফয করতে পারি।

কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে শেখা ও প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো জানা- এটা তো একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব। এর পাশাপাশি আরো কিছু দ্বীনী বিষয়ের জ্ঞানও উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে শেখা যেতে পারে।

১৪. থানভী রাহ. এর মতে ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি

বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে থানভী রাহ. বলেছেন, বর্তমানে লোকদের এত হিম্মত এবং সময়-সুযোগও নেই যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলেম হবে। এজন্য দ্বীন শেখা ও শেখানোর এমন একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ইলম অর্জনের ফরয দায়িত্ব আদায় করে উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করতে পারে। ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :

১. দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনা।

২. পরিবারের লোকজনদেরকে নিজে পড়ানো কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

৩. উলামায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

৪. ওয়াজ শোনা।

৫. বিশেষজ্ঞ আলেমদের সোহবতে থাকা।

দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ার পদ্ধতি হল, যারা পড়তে পারে তারা ভালো কোনো আলেমের কাছে গিয়ে প্রতিদিন সবক হিসাবে কিছু কিছু পড়বে। যদি এমন কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে নিজে নিজেই পড়তে থাকবে। কোথাও বুঝে না আসলে কিংবা অস্পষ্টতা থাকলে পেন্সিল দিয়ে তা দাগ দিয়ে রাখবে। পরবর্তীতে ভালো কোনো আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবে। এভাবে যতটুকু ইলম অর্জন হতে থাকবে তা অন্যদেরকেও শেখাবে এবং নিজ ঘরের স্ত্রী-সন্তানদের কেও তালীম দেবে।

যারা পড়তে পারে না তারা পড়াশোনা জানে এমন কারো মাধ্যমে সেসকল কিতাব পড়িয়ে শুনবেন। এর জন্য কোনো খরচের প্রয়োজন হলে সবাই মিলে একটু একটু জমা করে তার ওযিফার ব্যবস্থা করবেন। দুনিয়ার প্রয়োজনে আমরা কত টাকা খরচ করি। দ্বীনের জন্য সামান্য ক'টাকা খরচ করা এমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। তবে

পড়ার ক্ষেত্রে নিজে নিজে কিতাব নির্বাচন করবে না; বরং আল্লাহওয়ালা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করে কিতাব নির্বাচন করতে হবে।

তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ মাসআলা জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি হল, দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে যখন কোনো কাজ করার প্রয়োজন পড়বে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা জানা না থাকবে তখন সে ব্যাপারে অবশ্যই কোনো আল্লাহওয়ালা আলেম থেকে জিজ্ঞেস করে নিবে। তিনি যা বলে দেবেন তা ভালোভাবে মনে রাখবে এবং অন্যদেরকেও সে বিষয়টি জানাবে। যদি এমন আলেমের কাছে যাওয়ার সুযোগ না হয় তবে তার কাছে চিঠি লিখে সে সম্পর্কে জেনে নেবে।

দ্বীন শেখার এ পদ্ধতি কত সহজ। এ পদ্ধতিতে যদি কেউ দ্বীন শেখা অব্যাহত রাখে তাহলে তেমন কষ্ট ছাড়াই শেখা সম্ভব। -তুহফাতুল উলামা, ৪৩১

সাধারণ শিক্ষিত ও নানা পেশায় নিয়োজিত মুসলিমেরাও কীভাবে প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এ বিষয়ে দরদী উলামায়ে কেরামের ফিকির ও মেহনত অব্যাহত ছিল, এখনো আছে। আলহামদু লিল্লাহ, এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে **ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা–আইওএম**-এর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে একটি নতুন ধারার দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।

ছোট থেকে বয়স্ক সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দ্বীনী শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ এটি। যারা দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসায় পড়েননি বা পড়ার সুযোগ পান না, তারাও যেন ফরযে আইন পর্যায়ের দ্বীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন- সেজন্যই এ উদ্যোগ। আলহামদুলিল্লাহ, এরই মধ্যে দেশে এবং বিদেশে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বস্তরের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এছাড়াও অনেক আলেম বিভিন্নভাবে এ মেহনত করে যাচ্ছেন। আমরাও চাইলে এগুলোতেও শরীক হতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের মনে দ্বীন শেখার আগ্রহ দান করুন এবং সকলকে তাওফিক দান করুন- আমীন। - (মাসিক আলকাউসার - বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (alkawsar.com)

১৫. এলেমের পথে অগ্রসরকারী ছাত্রের ২টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

যে ছাত্র ইলমের পথে অগ্রসর হতে চায় তার মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকবে:

এক: আমাদের পূর্বসুরীগণ যে ক্রমধারা অবলম্বন করে ইলম অর্জন করে আলেম হয়েছেন, সেই ক্রমধারা বজায় রেখে ইলম অর্জন করবে।

দুই: নিজের সময়, শ্রম সবকিছু ইলমের জন্য বিলিয়ে দিবে; কোনোক্রমেই হতোদ্দম হবে না।

খতিব আল-বাগদাদী তার আল-জামে' লি আখলাকির রা-ওয়ী ও আ-দা-বিস্ সা-মি' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, একবার এক ছাত্র হাদীস অর্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে এ পথে আসেন। ব্যক্তিগতভাবে হাদীসের উস্তাদদের নিকট গিয়ে ও সামষ্টিক আসরগুলোতে উপস্থিত হয়ে হাদীস অর্জনে নিমগ্ন হন। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দেখলেন যে, তিনি বেশি কিছু শিখতে পারেন নি। তার অর্জিত ইলম যৎসামান্য। তখন তিনি এই ভাবনা থেকে ইলম অর্জন ছেড়ে দিলেন যে, এই ইলম অর্জন তার জন্য নয়, তার বোধশক্তিতে দুর্বলতা আছে অথবা তিনি এই ইলমের উপযুক্ত নন। ইলম অর্জন ছেড়ে দেওয়ার বেশ কিছুদিন পর একবার তিনি একটি বড় পাথরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি খেয়াল করলেন যে, ফোঁটা ফোঁটা পানি এ পাথরের উপর পড়ে পাথরের গায়ে গর্তের সৃষ্টি করেছে। এ দৃশ্যটি তার চিন্তার জগতে রেখাপাত করে। তিনি ভাবতে লাগলেন: পানি এত দুর্বল হওয়ার পরেও এ কঠিন পাথরকে গর্ত করে ফেলেছে। আমার বিবেক-বুদ্ধি বা অন্তর এই পাথরের চেয়ে তো কঠিন নয়। আর ইলম তো এই পানির চেয়ে দুর্বল নয়। এই ঘটনার পর তিনি পুনরায় ইলমের পথে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ফিরে এসে সত্যি সত্যি তিনি ইলমে দীনে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং খ্যাতিমান আলেম হন।

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইলম অর্জনের জন্য ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। হতোদ্দম হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।

(ইলমে দীন অর্জনের পথ ও পদ্ধতি, সালেহ ইবন আবদুল আযীয আলে শাইখ, অনুবাদক: মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ তারীফ, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া)

১৬. দ্বীনী ইলম শিক্ষার আদব

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

১৬.১. নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

'আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না'। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ.

'তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম'। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه.

'পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে'। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ,ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

১৬.২. ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। **এক**. কারো লেখা পাঠ করা। **দুই**. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড়

উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

'ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে'। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصُّحُفِ.

'ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়'। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও'। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

'আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে'। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

'এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ'। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

১৬.৩. ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ.

'তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে'। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ.

‘অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে’। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

১৬.৪. উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرّجُلِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلّمُ مِنْهُ.

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮.

১৬.৫. ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

'দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী'। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমাদের ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত।

১৬.৬. ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদ্দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنِ الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ.

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِکَۃُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ.

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও ‘উলুল ইলম’ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ

করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, 'উলুল ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য-

جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.

'মুমিনদের আলেমগণ'।

ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

‘আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়’। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

‘নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল’। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

কেউ কেউ এই হাদীসের-"لتضع أجنحتها" -এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'তালিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ করা।' মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে। (মাআলিমুস সুনান ৪/১৮৩; মেরকাতুল মাফাতীহ ১/২৯৬ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়)

১৬.৭. রিয়া থেকে দূরে থাকা

আবদুল্লাহ আনতাকী বলেন,

من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة ، وهو يلاحظ الخلق بقلبه ، فقد رام المحال؛ لأنَّ الإخلاص ماء القلب الذي به حياته ، والرياء يميته.

'যে ব্যক্তি প্রকাশ্য আলমগুলোয় ইখলাস তালাশ করে আর সে তার উল্টো পীঠে সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখে তবে সে যেন অসম্ভব কিছু পাবার প্রত্যাশা করে। কেননা, ইখলাস হলো প্রাণভোমরা, যার ওপর তার হায়াত। আর রিয়া তাকে মেরে ফেলে।'

অতএব ইখলাস ছাড়া আখিরাতে নাজাত লাভ, দুনিয়াতে ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়া বা উপকার করা সম্ভব নয়।

১৬.৮. নিফাক থেকে বেঁচে থাকা

মুনাফিক হওয়া থেকে সাবধান থাকা। গোপন লিপ্সা থেকে সতর্ক থাকা। কেননা অনেক জ্ঞান অন্বেষণকারীর পতন হয়েছে এই গোপন বাসনা সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার কারণে। আর এটি আল্লাহর কাছে কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। আর এই গোপন বাসনাগুলো জ্ঞান অন্বেষণকারী মাত্রকেই হামলা করে।

আর গোপন বাসনা হলো, পদ-মর্যাদা ও প্রদর্শনপ্রিয়তার লিপ্সা, মানুষের সম্মান ও ভক্তি অর্জনের লিপ্সা, প্রশংসা অর্জন এবং লোকেরা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে সেই বাসনা। ইলম গ্রহণের বিপদ হলো তাকে জাগতিক স্বার্থগুলোর মধ্যে কোনো স্বার্থ উদ্ধারের উপায় বানানো। যেমন ব্যক্তিগত ইমেজ নির্মাণ, মানুষের মধ্যে বড় হবার বাসনা, অন্যদের চেয়ে নিজেকে বেশি সম্মানিত ভাবা, অন্যকে হীন জ্ঞান করা এবং অন্যের কুৎসা গাওয়া। নেতৃত্বপ্রিয়তা, মানুষ তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক এবং তার অনুগত হোক সেই প্রবৃত্তি। অতপর পরিণাম হবে : বড়ত্ব, অহমিকা, বড়াই, আমিত্ব, স্বার্থপরতা, নফসের দাসত্ব, তার জন্য বিজয়ী হওয়া, তার জন্য রাগান্বিত হওয়া এবং প্রবৃত্তির গোলামী।

রিয়া এবং গোপন প্রবৃত্তির ব্যাপারটিই বড় ভয়ঙ্কর বিপদ, সবচে বড় মুসীবত। কেননা নিয়তের অশুদ্ধি রিয়া ও শিরক জন্ম দেয়। আর রিয়া হলো মুনাফেকীর প্রবেশদ্বার। আর গুনাহ হলো অপকর্মের দূত। আর এ দুটি হলো কুফুরির সুরঙ্গ।

১৬.৯. দম্ভ ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা

দম্ভ ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা। কারণ এটি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য প্রাণ সংহারক বিষের মতো। যে জ্ঞান অন্বেষণকারীই বিনয়ী হয়েছে, আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করেছেন। আর যে জ্ঞান অন্বেষণকারীই দম্ভ বা অহংকারে আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহ তার ইলমের বরকত উঠিয়ে নিয়েছেন। গর্ব ও অহংকার দাওয়াত এবং মানুষের হেদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেবে। যা থেকে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতায় জড়িয়ে পড়বে।

১৬.১০. আমল এবং আমল

আমল হলো উপকারী ইলমের সুস্বাদু ফলস্বরূপ। কেননা ইলমের সঙ্গে যদি আমল অর্জিত না হয় তবে তা হবে নিষ্ফল ইলম। অতএব নিয়ত ঠিক না করতে পারলে এই জ্ঞান অন্বেষণকারী অন্য আরেকটি জিনিসের জন্যই যাবে যার সুফল রয়েছে। যেমন ব্যবসা, এর প্রাপ্তি হলো মুনাফা ও সম্পদ। এটি হতে পারে তার জন্য ইলম হাসিলের

চেয়ে বেশি লাভজনক হবে। বলাবাহুল্য, আমলের মধ্যে রয়েছে মন্দ সকল কাজ পরিহার এবং সকল ভালো কাজ সম্পাদন করা।

১৬.১১. সবর বা ধৈর্য-সহিষ্ণুতা

ইলম হাসিলের পথে যে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয় সেই সবর। যেমন শিক্ষক যখন অপ্রত্যাশিত আচরণ করেন, তখন সবর। তেমনি মুখস্থ করতে গিয়ে সবর করা, যখন তা মুখস্থ হতে না চায় এবং রিযিক স্বল্পতায় সবর করা, কারণ ইলম অর্জনে ব্যস্ততা সাময়িকভাবে আর্থিক সম্পদের স্বল্পতার কারণ হতে পারে।

১৬.১২. বিবাদ এড়িয়ে যাও, যদিও তুমি হও সত্যবাদী

নিজের অবস্থান সঠিক হলেও অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে যেতে হয়। কারণ, ঝগড়া-বিবাদ ইলমের প্রসার ঘটায় না, বরং হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। দম্ভ ও অহংবোধের জন্ম দেয়। তবে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও গঠনমূলক সমালোচনার কোনো বিকল্প নেই। কারণ, আমরা সবাই যেমন জানি, বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হয় এবং মিথ্যা অন্তর্হিত হয়। ইলমের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। তবে বিতর্কের সময় নিয়ত দুর্বল হয়ে যায়। অতএব এ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

১৬.১৩. ইলম হাসিল করতে গিয়ে শুধু এক ইলমে সীমাবদ্ধ না থাকা

কারণ, ইলম হাসিল করাটা এক ধরনের সংখ্যার মতো যার সূচনা আছে কিন্তু তার সমাপ্তি নেই।

১৬.১৪. গোঁড়ামি পরিহার করা

সত্যে উপনীত হবার পথে গোঁড়ামির মত কোনো অন্তরায় হয় না। কেউ যদি কোনো ব্যক্তি, দল, মত, ধারা, শিক্ষক, শাসক বা লেখকের পক্ষে গোঁড়ামি দেখায়, তার থেকে দূরে থাকা।

১৬.১৫. চিত্ত বিনোদনে ভারসাম্য রক্ষা করা

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মানবমনকে বিনোদন বা ক্রিড়া-কৌতুকে আসক্ত বানিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কৌতুক করেছেন বলে হাদীসে প্রসিদ্ধ অনেক ঘটনা রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো মৌলিকভাবে কাজটি শরীয়তসম্মত হতে হবে। এ ব্যাপারে তেমনি ভারসাম্যও রক্ষা করতে হবে, যাতে অন্তর মরে না যায়।

১৬.১৬. নিজের জিহ্বাকে সংযত করা

জ্ঞান অন্বেষণকারীকে অনেক সময় তার সম্মান হারানোর মতো পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, মূর্খ ও নির্বোধদের সঙ্গে কখনো আলোচনা করতে হয়, পরশ্রীকাতর ও সমবয়সীদের গোলযোগের মুখোমুখী হতে হয়। সুতরাং সে যদি আত্মার শক্তি ও বিবেকের প্রহরায় সুসজ্জিত না হয় তবে একের পর এক সে ডানে-বাঁয়ে ঝুঁকতে থাকে। এক পর্যায়ে সে ধ্বংসই হয়ে যায়। পতিত হয় সে কর্দমাক্ত জলাশয়ে। যেমনটি অনেক সময়ই পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনী ইলম অর্জনের তাওফীক দিন।

- (হুসামুদ্দীন সালীম কিলানী, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলম অর্জন করা; ইলমের ফযীলত - প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)

১৭. ইলম অর্জনে বড় বাধা : লজ্জা ও অহংকার

ইলম বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। কেননা ইলম অর্জন না করলে সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না। মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করাও যায় না। তাই মহান আল্লাহ ইলম শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদাতাকে সর্বোচ্চ সম্মান

দান করেছেন। রাসুল (স.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে পবিত্র কোরআন শিখে এবং শেখায়। (বুখারি: ৫০২৭)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহিহ বুঝ দান করেন। (সহিহ বুখারি: ৭১; সহিহ মুসলিম: ১০৩৭) অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, ‘যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ তাআলা বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।’ (সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯)

কিন্তু মানুষের দুটি স্বভাব এই ইলম অর্জনের পথে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। একটি হলো লজ্জা, অপরটি অহংকার। লজ্জা অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় গুণ। হাদিসের ভাষ্যে একে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। তবে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক লজ্জা বর্জনীয়। লজ্জা ও অহংকারের সমন্বয় একজন ইলমপ্রত্যাশীকেও আজীবন অজ্ঞই রেখে দেয়। ফলে ইলমের মতো মহাকল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন-

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ

‘অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়’ (সহিহ বুখারি: ১৩২) আয়েশা (রা.) আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেন,

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

‘আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না।’ (সহিহ বুখারি: ১৩২, ইফা)

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

এখানে ইলম অর্জনে বাধা হিসেবে মানুষের দুটি স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। একটি ভালো হলেও অন্যটি খুবই খারাপ। অহংকার এতটাই খারাপ স্বভাব যে জান্নাতে যাওয়ার পথেই অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অহংকারীদের 'বলা হবে- জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানে থাকতে হবে। অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!' (সুরা যুমার: ৭২)

মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, 'তিল পরিমাণ অহংকার যার অন্তরে আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না..।' (জামে তিরমিজি: ১৯৯৮)

মুমিন কখনও অহংকারী হতে পারে না। মুমিনকে হতে হয় বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আর লজ্জা সবসময়ের জন্য ভালো হলেও ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে লজ্জাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কেননা ইলম অর্জন ফরজ। সুতরাং আগে ইলম, তারপরে লজ্জা।

১৮. আলেমদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণ

নবীজি সা. বলেছেন, ইবাদতের ফজিলতের চেয়ে ইলমের ফজিলত অধিক বেশি। (মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/১৭১।) এই ইলম যারা বহন করেন তাদেরকে আলেম বলে। অন্যদের থেকে আলেমদের মর্যাদাও অধিক বেশি। জেনে নেয়া যাক, ঠিক কী কী কারণে তাদের মর্যাদা এতো বেশি: -

১. জ্ঞানী এবং মূর্খ সমান নয়। ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক মহামূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ যার আছে, সে আলেম। যার নেই, সে জাহেল। আলেম এবং জাহেল সমান নয়। যা আমরা জেনেছি কুরআন মাজিদ থেকে।

এরশাদ হয়েছে, 'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তার কি সমান? বোধসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' (যুমার: ০৯)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা আলো ও অন্ধকার কি এক হতে পারে?' (রা'দ: ১৬)।

২. নবীদের উত্তরাধিকারী। ওহী প্রেরণ করার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত বা জ্ঞানের নাম ওহী। নবী-রাসূলগণের সেই ইলমে ওহীর উত্তরাধিকারী হলেন আলেমগণ।

নবীজি (সা.) বলেছেন, 'আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান নি। বরং তারা রেখে গিয়েছেন কেবল ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে বিশাল অংশ গ্রহণ করেছে।' (আবু দাউদ: ৩৬৪১)।

৩. সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আলেমদেরকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.)। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। (সূরা মুজাদালা: ১১)।

নবীজি সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না, এবং আলেমদের বা জ্ঞানীদের মর্যাদা-অধিকার বুঝে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (মুসনাদে আহমদ: ৫/৩২৩)।

৪. আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। আলেমগণ ইলমে ওহীর বাহক। এই ইলম বা জ্ঞান যে কেউ অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ যার কল্যাণ চান এবং যাকে মনোনীত করেন,

কেবল সে-ই তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। নবীজি (সা.) বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান বা বুঝ দান করেন। (মুসনাদে আহমদ: ৪/৪৭)।

কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত, জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না' (বাকারা: ২৬৯)।

৫. সমগ্র সৃষ্টি দোয়া করে। আলেমদের জন্য সমগ্র সৃষ্টিকুল দোয়া করে। নবীজি (সা.) বলেছেন, মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য সমগ্র সৃষ্টি; এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করে। (ইবনে মাজাহ: ১৯৭)

৬. আলেমের মর্যাদা আবেদের চেয়ে বেশি। আলেমের মর্যাদা ইবাদতকারীর চাইতে অধিক বেশি। নবীজি (সা.) আলেম কে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করে বলেছেন, আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের উপর তেমন, যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের উপর’। (তিরমিজি: ২৬৮২)। অন্য হাদীসে নবীজি (সা.) বলেছেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর’। (তিরমিজি: ২৬৮৬)।

৭. ইলম বিতরণের সওয়াব। ইলম বিতরণকারী, তার উপর আমলকারীর সমপরিমাণ নেকী লাভ করবেন। এই কারণে আমলকারীর থেকে কোনো সওয়াবও কমানো হবে না।

নবীজি (সা.) বলেছেন, যদি কেউ কোনো ইলম শিক্ষা দেয়, তবে সেই শিক্ষা অনুসারে যত মানুষ আমল করবে, সকলের সমপরিমাণ সওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করবে, কিন্তু এতে তাদের সওয়াবের কোনো ঘাটতি হবে না।' (ইবনে মাজাহ: ১/৮৮)। অন্য এক হাদীসে নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করবে। তবে আমলকারীর ছওয়াব থেকে সামান্যতমও কমানো হবে না' (ইবনে মাজাহ: ২৪০)

৮. সর্বোত্তম ব্যক্তি আলেমরা মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। কেননা তারা দ্বীনি ইলম শেখেন এবং অন্য কে শিক্ষা দেন। এই জন্যই নবীজি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন মাজীদ শিখে এবং শিক্ষা দেয়।' (তিরমিজি: ২৯০৭)

৯. সমাধান জেনে নেওয়ার নির্দেশ আলেমদের মর্যাদা আল্লাহতালা সমুন্নত করেছেন। কোনো বিষয় না জানলে, আলেমদের নিকট জেনে নিতে বলেছেন। এরশাদ হয়েছে, 'অতএব আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করো; যদি তোমাদের জানা না থাকে।' (নাহাল: ৪৩)

১০. আল্লাহর প্রশংসার পাত্র। আলেমদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করেছেন। কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে, মূলত আলেমগণই তাঁকে ভয় করে' (ফাতির: ২৮)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (আলে ইমরান: ১৮)

অন্য আয়াতে এসেছে, পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ, তারা বলে, আমরা তার প্রতি ইমান এনেছি, সবই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। সত্য কথা এই যে, কোনো জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই গ্রহণ করে (আলে ইমরান: ৭)।

১১. মৃত্যুর পরেও চালু থাকবে সওয়াব। আলেমের ইলম দ্বারা যতো মানুষ উপকৃত হবে, তিনি সে অনুযায়ী সওয়াব পেতে থাকবেন। এমনকি মৃত্যুর পরেও তার সওয়াব বন্ধ হবে না। নবীজি সা. বলেছেন, যখন কোনো আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমলের সওয়াব সে অব্যাহতভাবে পেতে থাকে: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম: ৩/১২৫৫)।

(যোবায়ের ইবনে ইউসুফ, মুহাদ্দিস: আল জামিয়াতু সাকিনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা। শিবচর, মাদারিপুর। খতিব: ফুকুরহাটি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ। ভাঙ্গা, ফরিদপুর **)**

১৯. আদর্শ তালিবুল ইলমের যেসব সিফাত থাকা উচিৎ

ইলম সবচেয়ে বেশি নাফে হয় সেই তালিবে ইলমের, যার মধ্যে নিম্নোক্ত সিফাতগুলো একসাথে পাওয়া যায়-

যেমন তালিবে ইলমের একটা সিফাত হল **হিফয**। কুরআনের হিফয, হাদীসের হিফয এবং বুনিয়াদী মাসায়েল, বুনিয়াদী উসূল ও কাওয়ায়েদের হিফয। এটা তালিবে ইলমের একটা সিফাত। যেমন পুরো কুরআনে কারীম বা তার বড় অংশ অথবা উল্লেখযোগ্য অংশের হাফেয হওয়া। অনেকগুলো হাদীসের হাফেয হওয়া। এবং মুতুন- মুখতাসার যেসব মতন আছে সেগুলোর- কয়েকটির হাফেয হওয়া। এটা তালিবে ইলমের পুরনো সিফাত।কিছু কাওয়ায়েদ ইয়াদ থাকবে তালিবে ইলমদের। ইসতিলাহাত ইয়াদ থাকবে। যেমন আলআকীদাতুন নাসাফিয়া। ছোট্ট রিসালা।

তালিবে ইলমের আরেকটা সিফাত **ফাহম**। এটা হিফযের সিফাত থেকে আরো বেশি জরুরি। এটা তালিবে ইলমের আহাম সিফাত। ফাহমটা সাফ ও সালীম হতে হবে। কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ও প্যাঁচ থাকবে না। এমন ফাহমকে বলে সাফ। হুজুররা অনেকসময় বলেন, ছেলেটার যেহেন সাফ। যেহেন সাফ মানে, এর যেহেনে খলত নেই, তাখলীত নেই। বুঝটা পরিষ্কার। খলতওয়ালা বুঝকে বুঝ বলে না। উস্তাযগণ সেটারই চেষ্টা করেন; তালিবে ইলমের মধ্যে যেন ওই ফাহমটা এসে যায়। তখন বলা হবে, এর যেহেন সাফ। এর ফাহম পরিষ্কার।

আর ফাহমটা সালীম হওয়া। সালীম মানে সুস্থ। মুক্ত। কিসের থেকে মুক্ত? ভুল থেকে মুক্ত। অর্থাৎ যথাযথ বুঝেছে। বুঝের মধ্যে কোনো ভুলের মিশ্রণ নেই। ঠিক-ঠিক বুঝেছে। ফাহম যার সালীম হয় সে কখনো গলত কথা, গলত চিন্তা ও গলত দাওয়াত গিলতে পারে না। ফাহমে সালীম একদিনে পয়দা হয় না। ধীরে ধীরে তৈরি হয়।

তালিবে ইলমের একটি আহাম সিফাত যেমন হিফয তেমনি আহাম একটি সিফাত হল ফাহম। হিফয আর ফাহম এই দুইটার সমন্বয়ে তালিবে ইলম ধীরে ধীরে তারাক্কি

করবে। এই দুই সিফাত আস্তে আস্তে তৈরি হয়। এই দুই সিফাত যত বাড়বে তালিবে ইলমের তত তারাক্কি হবে।

তালিবে ইলমের আরেকটি সিফাত **ফিকরে আরজমান্দ**। দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরের মধ্যে অনেক সিফাত আছে। এর মধ্যে দুইটি সিফাত বেশি মশহুর। **ফিকরে আরজমান্দ** ও **দিলে দরদমান্দ**। ফিকরে আরজমান্দ মানে আ'লা ফিকির। উৎকৃষ্ট ও সমুন্নত চিন্তা। স্থুল চিন্তা বা তুচ্ছ চিন্তা- এটা তালিবে ইলমের ভাবনা নয়। তালিবে ইলম ভাববে ভালোটা। যেখানে যেটা ভালো এবং যেখানে যেটা সুন্দর তালিবে ইলম সেটাই ভাববে। কোনো জিনিসের মূল্যায়ন বা তলবের ক্ষেত্রে ভাববে ভালোটা। যেটা ভালো, যেটা সুন্দর সেটা। তার ফিকির হবে ফিকরে আরজমান্দ, আ'লা ফিকর। সাতহী ফিকির নয়। তালিবে ইলমের ফিকির সাতহী হবে না। স্থুল হবে না।

যেমন মানুষ ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে- এটাকে দুইভাবে চিন্তা করতে পারে। এক ভবিষ্যত তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। আরেক ভবিষ্যত হল মৃত্যুর পর থেকে। ভবিষ্যত নিয়ে ভাবা ভালো; কোনো আপত্তি নে নই। এমনকি মওতের আগ পর্যন্ত যে ভবিষ্যত সেটা নিয়েও যদি তরীকামত ভাবে তাতেও আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমি মওতের পরের যে ভবিষ্যত এবং আসল যে ভবিষ্যত সেটা নিয়ে ভাবলাম না। কুরআন মাজীদে আছে-

وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.

প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে।

-সূরা হাশর (৫৯) : ১৮

আগামী দিনের জন্য ভাবছ, কিন্তু আসল আগামী দিনের জন্য কি ভাবছ? আসল ভবিষ্যতের জন্য ভাবা- এটা আ'লা চিন্তা। আর ফিকিরটাকে চোখের সামনের ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা হল স্থুল চিন্তা। মোটকথা তালিবে ইলমের ফিকিরটা হতে হবে আ'লা ফিকির।

তালিবে ইলমের চিন্তায় গভীরতা থাকতে হবে, উৎকর্ষের গুণ থাকতে হবে। এটা হল ফিকরে আরজমান্দ। ফিকরে আরজমান্দওয়ালা ব্যক্তিদের মধ্যে দিলের ব্যাধি থাকে না; আস্তে আস্তে সাফ হয়ে যায়।

অন্য কোনো তালিবে ইলমকে তারাক্কি করতে দেখলে আমার দিল সংকুচিত হবে, নাকি খোশ হবে? খোশ হবে। মুনাফাসাত ভালো জিনিস। কুরআনে আছে-

وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। -সূরা তাতফীফ (৮৩) : ২৬

কে কার আগে যাবে, এটার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সব তালিবে ইলমের মধ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক মেহনত থাকা চাই। কিন্তু প্রতিযোগিতা হলে কেউ আগে কেউ পরে তো হবেই। কখনো বরাবরও হতে পারে। কিন্তু আমি যদি পিছে পড়ি, তাহলে আমি কি আমার উপর নারাজ হব, না যে তালিবে ইলম এগিয়ে গেছে তার উপর নারাজ হব? আমার উপর নারাজ হব। সে আগে যাওয়ার কারণে আমার মনে কষ্ট লাগলে সেটা স্থুল চিন্তা। আর আ'লা চিন্তা হল, হায়! আমি পিছে থেকে গেলাম। নিজেকে দোষ দেওয়া আর অন্যের ব্যাপারে খুশি হওয়া যে, মাশাআল্লাহ সে মেহনত করেছে, সে আগে গিয়েছে।

ফিকরে আরজমান্দ পুরো জিন্দেগীর বিষয়। জিন্দেগীর সকল শাখায় এটা কার্যকর। তালিবে ইলমের মাঝে এই সিফাত আস্তে আস্তে বাড়তে হবে।

পরিশেষে, তালিবে ইলমের অনেক সিফাতের মধ্যে চারটা হলো ফাহম, হিফয, ফিকরে আরজমান্দ এবং দিলে দরদমান্দ। আল্লাহ তাআলা এই চারটা সিফাত এবং তালিবে ইলমের অন্যান্য সিফাত আমাদেরকে নসীব করুন- আমীন।

*(***মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেকের বয়ান,** *মাসিক আলকাউসার,* ১১ মে, ২০২২*)*

২০. উপসংহার

ইসলামী জীবন দর্শনে শিক্ষা মানবতার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিতকারী এক ঐশী শক্তি। এ শিক্ষা মানুষের দেহ ও আত্মার পূর্ণতা বিকাশে নিরন্তর প্রয়াসী। এটি সব সময় বিশ্ব নিয়ন্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানবতাকে এক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী সত্তার প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী।

মানুষ যখন ইসলামী শিক্ষাকে হৃদয়ের মর্মস্থলে দৃঢ়প্রত্যয় ও বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে সৃষ্টি হয় ঈমান এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা। আর এ ঈমান আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের ইচ্ছাকে একাকার করে দেয়; মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এখান থেকেই শুরু হয় মানব জীবনের এক ইতিবাচক অভিযাত্রা। আল্লাহর প্রতি পরম নির্ভরতার কারণে মানুষ চিরতরে মুক্ত হয় জীবন সম্পর্কে সব ধরনের ভয়ভীতি ও অনিশ্চয়তা থেকে।

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জনে ব্যাপৃত থাকে এবং সে অবস্থায় তার মৃত্যু সমাগত হয়, জান্নাতে তার এবং নবীদের মধ্যে কেবল একটি ধাপই ব্যবধান থাকবে' (দারিমি)।

ইসলামী শিক্ষা মানুষকে দীক্ষা দেয় তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের। এ তিনটি বিষয় ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাসুল (সা.) একটি বর্বর ও অশিক্ষিত জাতিকে সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খলিত ও সর্বোত্তম জাতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন এবং তাঁর সাহাবিদের একেকটি হীরকখণ্ডে পরিণত করেছিলেন, যা সর্বকালের এক বিস্ময়।

আমাদেরও উচিত মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা যাতে আমাদের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তেমন কোন পার্থক্য না থাকে। আবার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা যাতে মাদরাসা শিক্ষার ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও পরিবেশের সাথে তেমন কোন পার্থক্য না থাকে। নৈতিক, আদর্শিক ও চারিত্রিক

দৃঢ়তাসম্পন্ন জনশক্তি উৎপাদনের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার কোন বিকল্প নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবশ্যই শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

তাই আজ সময়ের দাবি—ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার কুহক পরিত্যাগ করে জীবনঘনিষ্ঠ নৈতিকতানির্ভর ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে নৈতিকতা ও শিষ্টাচারসহ ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংবলিত বিষয় নির্ধারণ করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সুধীজনের আগ্রহ, তরুণ ও যুবসমাজের সচেতনতা; সর্বোপরি সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অপরিহার্যতায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিকতানির্ভর এক সুন্দর, সুষম, গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা।

২১. তথ্যসূত্র

- আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭

- আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

- আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

- আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

- আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

- আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

- আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

- আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

- আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১, ৩৬৬৪)

- আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

- ইহইয়াউ উলূমিদদ্বীন ১/২৯-৩০, ইমাম গাযালী রাহ.

- ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত, লেখক: মুফতী মুহাম্মাদ আল-আমীন নূরী, সম্পাদক: মুফতী আবু হাম্মাদ শামীম হুসাইন

- ইলমে দীন অর্জনের পথ ও পদ্ধতি, সালেহ ইবন আবদুল আযীয আলে শাইখ, অনুবাদক: মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ তারীফ, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

- মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২

- ইলমের ফযীলত - প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (at-tahreek.com)

- ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

- জামিউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৪৫

- তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৫/৫৪ ,৮/২১৫

- তবাকাতু ইবনে সা‘দ ২/২৮৪

- তুহফাতুল উলামা, ৪৩১

- তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭

- তামিরে হায়াত, মো. আবদুল মজিদ মোল্লার ভাষান্তর

- তাফসীরে কুরতুবী 8/8১, ৮/২৬৬, ২৬৮

- তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০

- তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

- তারতিবুল মাদারিক ৩/২৪৮

- তাহযীবে তারীখে দামেস্ক ৫/ ৪৩৮

- তিরমিযী হা.নং ১৩৭৬, ২৬৮২, ২৬৮৫,২৬৮৬, ২৩৪৫, ২৩৯১,২৬৮৫

- দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য, মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

- বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, মাওলানা শাহাদাত সাকিব, *মাসিক আলকাউসার,* শাওয়াল ১৪৪১, জুন ২০২০, বর্ষ: ১৬, সংখ্যা: ০৫

- বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

- **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেকের বয়ান,** *মাসিক আলকাউসার,* ১১ মে, ২০২২

- মাজমাউয যাওয়েদ হা.নং ১/১৬৪,৪৮৯,৫২৩, ৫৫০

- মু‘জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রাহ.-এর জীবনী

- মুসনাদে আহমাদ ৩/১২৮,৫/৩২৩,৪/৪৭,৮৪৫৭, ৯৪১৯,২১৭১৫

- মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

- ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০

- ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

- মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/১৭১

- যোবায়ের ইবনে ইউসুফ এর বয়ান, মুহাদ্দিস: আল জামিয়াতু সাকিনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা। শিবচর, মাদারিপুর। খতিব: ফুকুরহাটি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ। ভাঙ্গা, ফরিদপুর

- সহীহ বুখারী, হাদীস ১/৩৮, ৭১, ৭৩,১০০,১৩২, ৫০২৭

- সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৯৭, ২১৯,২২৩,২২৪,২২৭,২৪০

- সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৮, ৮১৬, ১০৩৭, ১৬৩১, ২৬৭৩, ২৬৯৯, ৩/১২৫৫)

- সহীহ ইবনে হিব্বান হা.নং ৭৭, ৪৬২৯

- সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০

- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮.

- শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪

- শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111552082/